

বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়

বিষয়: ঔপনিবেশিক যুগ (বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)

জ্যাক পারভেজ রোজারিও

প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), টঙ্গী সরকারি কলেজ, গাজীপুর

৩.১.১: বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণসমূহ

- ⚙️ **প্রশাসনিক কারণ:** বিশাল বাংলা প্রেসিডেন্সি শাসনে লর্ড কার্জনের অসুবিধা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি।
- 🛡️ **রাজনৈতিক কারণ:** ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাকে বিভক্ত করে আন্দোলন দুর্বল করা।
- 📜 **অর্থনৈতিক কারণ:** পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও অবকাঠামো বিকাশ।
- 🕌 **সামাজিক কারণ:** হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করে ব্রিটিশ আধিপত্য নিশ্চিত করা।

৩.১.২: বঙ্গভঙ্গের সুদূরপ্রসারী ফলাফল



মুসলিম জাগরণ

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।



জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 'স্বদেশী আন্দোলন' ও 'বয়কট' কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক নতুন ধারার সূচনা হয়।

৩.১.৪: বঙ্গভঙ্গ করার কারণ



প্রশাসনিক কারণ

শাসনকার্য সঠিক ভাবে
পরিচালনা করা



রাজনৈতিক কারণ

শিক্ষিত বাঙ্গালী
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর
রাজনৈতিক ঐক্য
বিনষ্টের লক্ষ্যে



অর্থনৈতিক কারণ

হিন্দু বণিকশ্রেণী
এবং বাঙ্গালি হিন্দু
ব্যবসায়ী যারা
অর্থনৈতিকভাবে
শক্তিশালী তাদের

দমন



সামাজিক কারণ



ধর্মীয় কারণ

৩.১.৪: বঙ্গভঙ্গ করার কারণ

প্রশাসনিক ফলাফল

প্রশাসনিক
অচলাবস্থা তৈরি হয়।

রাজনৈতিক ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী
আন্দোলন তীব্র রূপ
লাভ করে।

অর্থনৈতিক ফলাফল

স্বদেশী আন্দোলন
শুরু হয় এবং
বিদেশী পণ্য
বর্জনের ডাক
দেওয়া হয়।

সামাজিক ফলাফল

জাতীয় শিক্ষা
আন্দোলন শুরু
হয়।

সাংস্কৃতিক ফলাফল

৩.১.৩: বঙ্গভঙ্গ রদ করার কারণ (১৯১১)

হিন্দু মধ্যবিত্ত ও কংগ্রেসের তীব্র গণআন্দোলন।

সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও ব্রিটিশ নিরাপত্তার ঝুঁকি।

ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ফলে অর্থনৈতিক লোকসান।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত সফরকালে শান্তি নিশ্চিত করার
প্রচেষ্টা।



৩.১.৪: বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল



মুসলিম হতাশা

মুসলমানরা একে ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখে এবং তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন তীব্র হয়।



হিন্দু বিজয়

কংগ্রেস ও হিন্দুদের কাছে এটি একটি ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে গণ্য হয়, যা তাদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে।

সাম্প্রদায়িক দূরত্ব

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর চিরস্থায়ী রূপ নিতে শুরু করে, যা শেষ পর্যন্ত দেশভাগের বীজ বপন করে।

৩.২.১-২: হিন্দু-মুসলিম বিভেদের উৎস

৭০০

বছরের সহাবস্থান ও পরিবর্তন

ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে সামাজিক বন্ধন থাকলেও শাসনের প্রয়োজনে
বিভেদ তৈরি করা হয়।

সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের কারণ:

ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি।

শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতা।

ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন (ফরায়েজী, আর্য সমাজ)।

৩.২.৩-৪: ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি

শিক্ষা ও চাকরি

প্রতিযোগিতা

ধর্মীয় উৎসব

উত্তেজনা

সাম্প্রদায়িকতা কেবল ধর্মীয় ছিল না, বরং এটি ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত।

৩.২.৫: সাম্প্রদায়িক চিন্তার উন্মেষ ও নেতৃত্ব



নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ও মুসলিম নেতৃত্ব

নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ শিক্ষা ও রাজনীতিতে সংগঠিত হতে শুরু করে। এটি যেমন একদিকে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ছিল, অন্যদিকে হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা অবস্থানও ছিল।

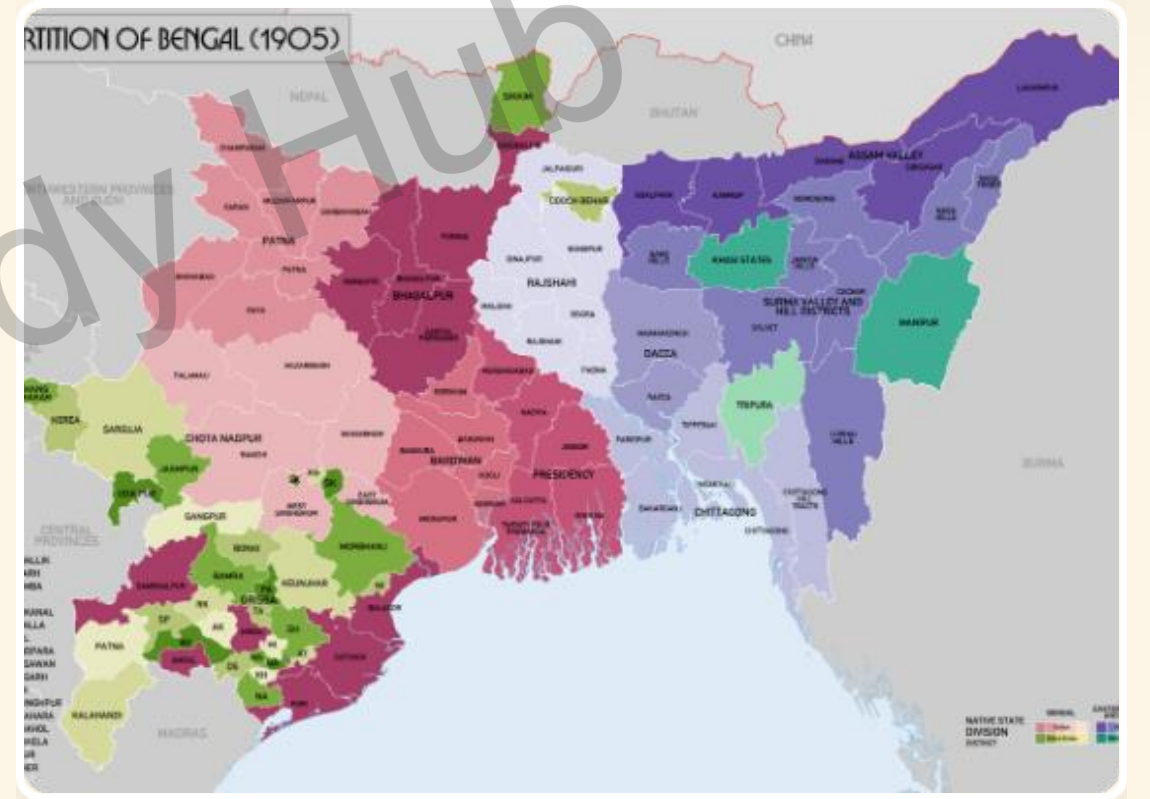
৩.২.৬: 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা ভাগ কর শাসন কর

ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুকৌশলে ভারতীয়দের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য এই নীতি প্রয়োগ করে:

হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

এক পক্ষকে সুবিধা দিয়ে অন্য পক্ষকে দমন করা।

ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে একে অপরের শত্রু হিসেবে চিত্রায়িত করা।



৩.৩.১: মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি

- ❑ কংগ্রেসের প্রতি মুসলিম নেতৃত্বের অনাস্থা ও হিন্দু ঘেষা নীতির প্রতিবাদ।
- ❑ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- ❑ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন মণ্ডলী নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা।
- ❑ ১৯০৬ সালে ঢাকায় নওয়াব সলিমুল্লাহর আমন্ত্রণে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন।

৩.৩.২: মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাজভক্তি প্রদর্শন

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের রাজভক্তি বৃদ্ধি করা এবং সরকারি ভুল ধারণা দূর করা।

স্বার্থ সংরক্ষণ

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং সরকারের কাছে তা পেশ করা।

সম্প্রীতি বজায় রাখা

নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা।

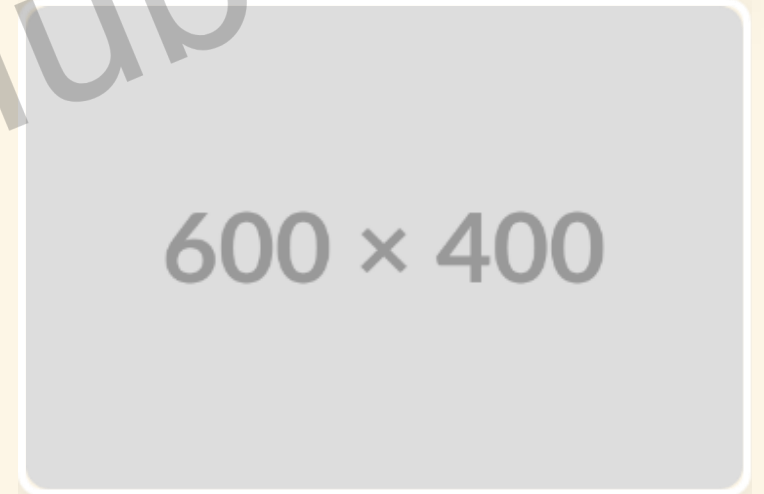
৩.৩.৩: মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও কার্যক্রম



নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ



আগা খান



নওয়াব ভিকার-উল-মুলক

৩.৩.৪: মুসলিম লীগ ও হিন্দু বিরোধী অবস্থান

কংগ্রেসের সমালোচনা

কংগ্রেস ও হিন্দু নেতারা মুসলিম লীগকে ব্রিটিশদের 'সৃষ্টি' এবং 'সাফাই গায়ক' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

বিভেদের সূত্রপাত

জাতীয় সংহতির পরিপন্থী মনে করে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন, যা রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়িয়ে দেয়।

৩.৩.৫: মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১. রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি
২. সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ
৩. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন

৪. বঙ্গভঙ্গ রক্ষায় ভূমিকা
৫. লাহোর প্রস্তাব প্রণয়নে ভূমিকা
৬. পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি

৩.৪.১: মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা (১৯২৬)

প্রতিষ্ঠা: ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে।

নেতৃত্ব: আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং কাজী মোতাহার হোসেন।

প্রেক্ষাপট: বাঙালি মুসলিম সমাজে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটানো।

স্লোগান: "যেখানে জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সেখানে বুদ্ধি আড়ষ্ট, মুক্তি অসম্ভব।"

৩.৪.২-৩: 'শিখা' গোষ্ঠীর মূলমন্ত্র

"যেখানে জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সেখানে বুদ্ধি আড়ষ্ট, মুক্তি অসম্ভব।"

— শিখা পত্রিকা (মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র)

এই আন্দোলন বাংলার চিন্তা জগতে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' হিসেবে অমর হয়ে আছে। কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেন ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান পথপ্রদর্শক।

৩.৪.৪-৫: সাহিত্য সমাজের মূল লক্ষ্যসমূহ



মুক্তবুদ্ধির চর্চা

অন্ধ সংস্কার ও গোঁড়ামি দূর করে
যুক্তিবাদী আধুনিক সমাজ গঠন।



সংস্কৃতি সমন্বয়

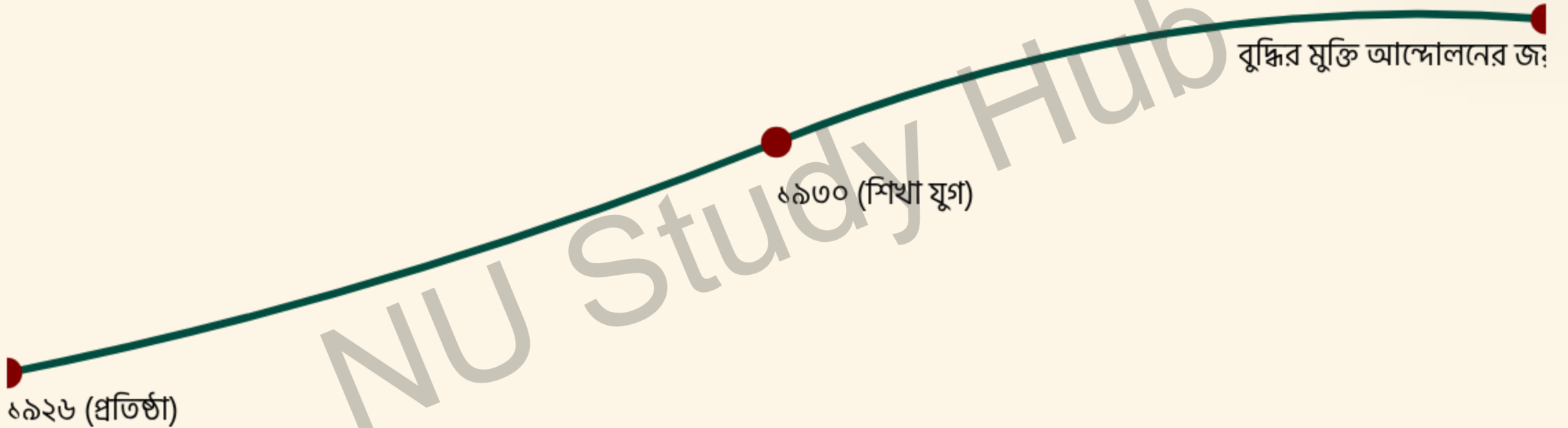
বাঙালি সংস্কৃতির সাথে ইসলামের
উদারনৈতিক আদর্শের সমন্বয় সাধন।



সাহিত্য সমৃদ্ধি

বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায়
উৎসাহিত করা এবং নতুন লেখক তৈরি
করা।

৩.৪.৬-৭: মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রভাব



বাঙালি মুসলমানের আধুনিক মানসিকতা গঠনে এই আন্দোলনের প্রভাব অপরিসীম।

৩.৫.১-২: বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

বাঙালি মুসলিম সমাজে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রথম শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ হলো বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে এর সূত্রপাত ঘটে।

এই আন্দোলন কেবল সাহিত্য চর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল একটি সমাজ সংস্কারমূলক বিপ্লব। যুক্তিবাদ ও প্রগতিশীল চিন্তাই ছিল এর প্রাণশক্তি।

৩.৫.৩: শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চায় প্রভাব

মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের জোরালো দাবি।

আরবি-ফারসি নির্ভর শিক্ষার বদলে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বারোপ।

নারী শিক্ষার প্রসারে মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যদের সাহসী ভূমিকা।

বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ ও গবেষণায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন।

৩.৫.৪: সমাজ সংস্কারের মূল ক্ষেত্রসমূহ

পর্দা প্রথা ও কুসংস্কার

পর্দাপ্রথা হ্রাস ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে
কঠোর সমালোচনা।

মানবতাবাদ

ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার
আহ্বান।

৩.৫.৫-৬: অসাম্প্রদায়িকতা ও উত্তরাধিকার

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনই পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। এটি আধুনিক বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

৩.৬.১: ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের বিকাশঃ সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি ও বিবর্তন

১৯৬০

এর দশক: উত্তাল সময়

এই দশকেই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিকাশের প্রভাবকসমূহ:

হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি।

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের দিকে ধাবিত হওয়া।

কৃষক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ধর্মীয় রঙের প্রলেপ।

৩.৬.২: পরিচয়ের সংঘাত ও রাজনৈতিক ধারা



১৯৪০-এর দিকে ধর্মভিত্তিক পরিচয় অসাম্প্রদায়িক ধারাকে অতিক্রম করতে শুরু করে।

৩.৬.৩: রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব

মুসলিম লীগ: মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি।

হিন্দু মহাসভা: 'অখণ্ড ভারত' ও হিন্দু আধিপত্যের রাজনীতি।

কংগ্রেস: অসাম্প্রদায়িকতার কথা বললেও অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ।



৩.৬: ধর্মীয় চেতনার বিবর্তন

প্রাথমিক পর্যায়

সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ব্রিটিশ বিরোধী
সম্মিলিত সংগ্রাম।

মধ্যবর্তী পর্যায়

চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকার
আদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

চূড়ান্ত পর্যায়

ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে
দেশভাগের পথে যাত্রা।

৩.৭.১-২: দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রেক্ষাপট

লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

২৩ মার্চ ১৯৪০ তারিখে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত হয়। যেখানে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানানো হয়।

মূল ভিত্তি

হিন্দু ও মুসলমান কেবল দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, বরং তারা দুটি পৃথক জাতি—যাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনবোধ সম্পূর্ণ আলাদা।

৩.৭.৩-৪: দুই বিপরীতমুখী রাজনীতি

"হিন্দু ও মুসলমানরা ভারতের দুটি ভিন্ন সভ্যতা থেকে এসেছে যারা একে অপরের বিপরীতে দাঁড়িয়ে।"

— মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪০)

অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা 'হিন্দু রাষ্ট্র' বা 'অখণ্ড হিন্দুস্থান' এর ধারণা প্রচার করে। এই দুই পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারাই ১৯৪৭ এর ট্র্যাজেডি ডেকে আনে।

৩.৭.৫-৬: তত্ত্বের বিকাশ ও জিন্নাহর ভূমিকা

স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রথম আলিগড়ে এই ভাবনার বীজ বপন করেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক রূপ দেন।

কবি ইকবাল একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি প্রস্তুত করেন।

হিন্দুত্বের রাজনীতি (সাবারকার ও হেডগোয়ার) এই তত্ত্বকে আরও দৃঢ়াশ্রিত করে।

৩.৭.৭-৮: দ্বিজাতি তত্ত্বের ঐতিহাসিক পরিণতি

রাজনৈতিক মেরুকরণ

৯২% বৃদ্ধি

এই তত্ত্বের ফলেই ভারত বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। তবে পরবর্তীকালে বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এই তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

৩.৮: সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারঃ

৩.৮.১: রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান

১৯৪০ এর দশকে সাম্প্রদায়িকতা কেবল রাজনীতির টেবিল থেকে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়:

কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা।

প্রতিবেশীদের মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি।

অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ধর্মীয় রূপ দান।



৩.৮.২: সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ

অর্থনৈতিক বৈষম্য

হিন্দু জমিদার ও মুসলিম কৃষক শ্রেণীর
মধ্যকার সংঘাত সামাজিক অস্থিরতা
বাড়ায়।



প্রচারণা

সংবাদপত্র ও প্রচারণার মাধ্যমে দুই
সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ছড়ানো।



ব্রিটিশ উস্কানি

বিভেদ তৈরির মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের
স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।

৩.৮.৩: সামাজিক ও মানসিক প্রভাব

স্থানান্তর ও উদ্বাস্তু সমস্যা

লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিটাঘাট ত্যাগ এবং দেশান্তরের চরম মানবিক বিপর্যয়।

সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা

বাঙালির হাজার বছরের সম্মিলিত সংস্কৃতির ওপর আঘাত এবং বিভাজন।



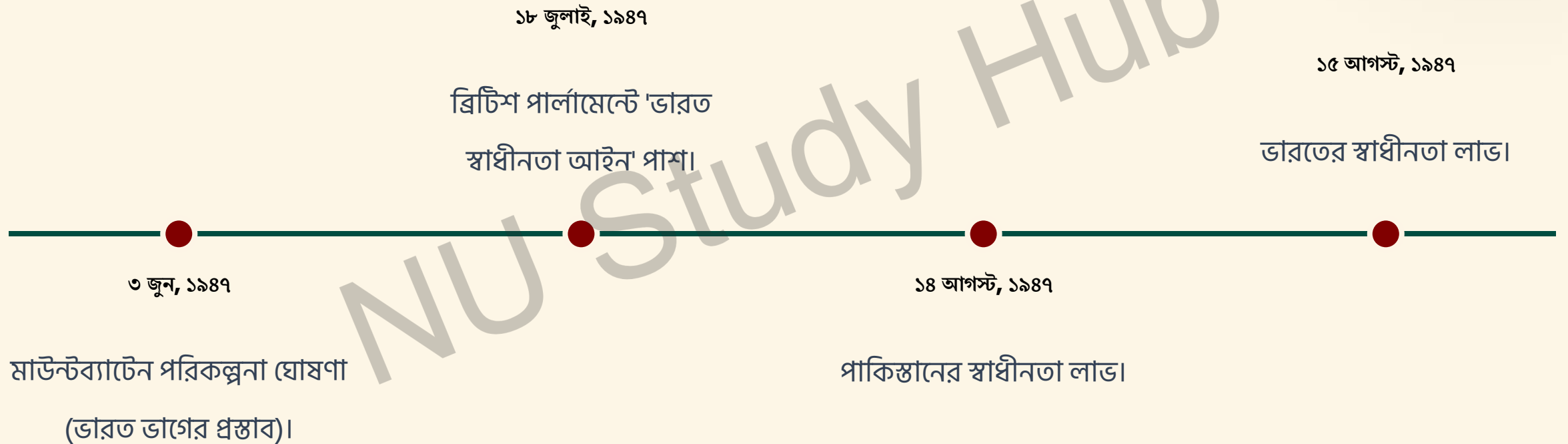
৩.৮: সমাজের রূপান্তর

সামাজিক এই বিভাজন কেবল দেশভাগেই শেষ হয়নি, বরং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী অস্থিতিশীলতা তৈরি করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার উদ্ভব হয়।

৩.৯.১: ভারত ও বাংলার বিভাজন (১৯৪৭)

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও এক নতুন মানচিত্রের জন্ম

৩.৯.২-৩: বিভাজনের আইনি প্রক্রিয়া



৩.৯.৪: স্বাধীনতা আইনের প্রতি প্রতিক্রিয়া

কংগ্রেস

অখণ্ড ভারত না হলেও ক্ষমতার
হস্তান্তরের ঘোষণাকে স্বাগত জানায়।

মুসলিম লীগ

পূর্ণাঙ্গ না হলেও 'খণ্ডিত পাকিস্তান'
লাভে জিন্নাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বাঙালি নেতৃত্ব

শরৎ বসু ও হোসেন শহীদ
সোহরাওয়ার্দীর 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা'র
দাবি ব্যর্থ হয়।

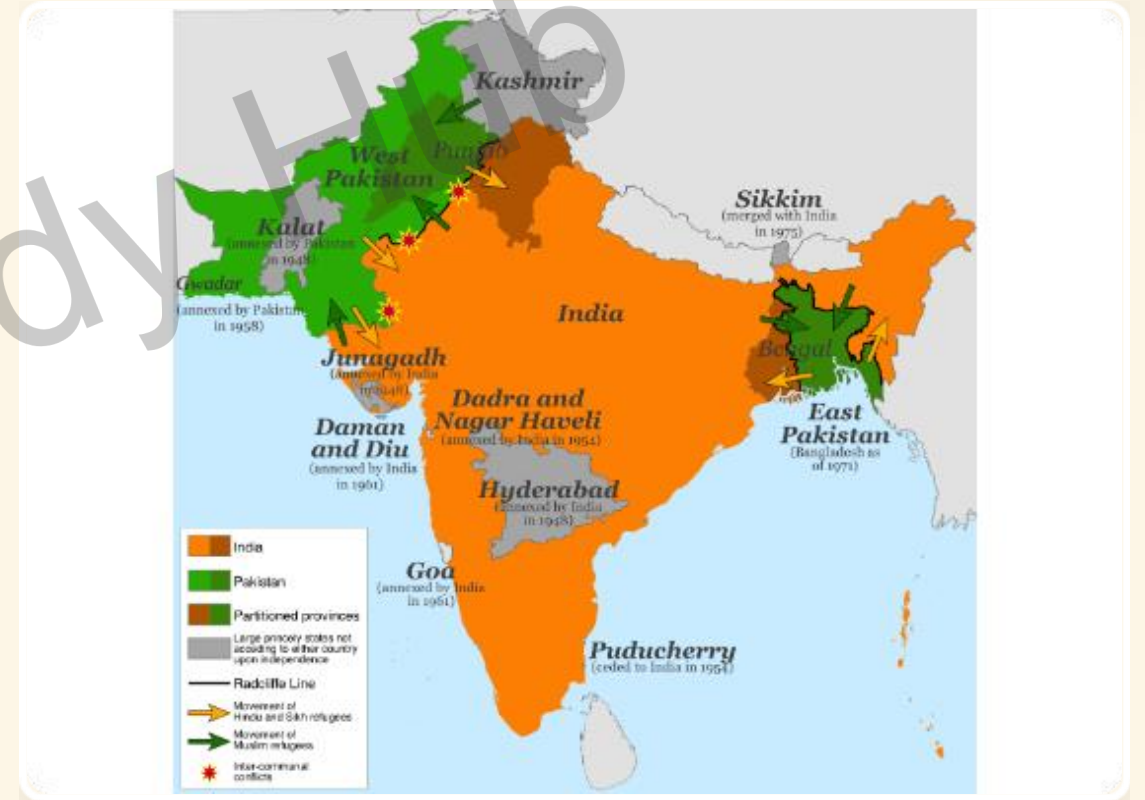
৩.৯.৫: বাংলার বিভাজন ও রেডক্লিফ লাইন

বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় সিরিল রেডক্লিফের মানচিত্রের মাধ্যমে:

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশে এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের (পূর্ব পাকিস্তান) অংশে যোগ দেয়।

সিলেটে গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি।

হাজার বছরের অখণ্ড বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়, যা এক বিশাল ট্র্যাজেডি।



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নমালা

প্রশ্নের ধরণ	প্রশ্নের বিষয়বস্তু
রচনামূলক	১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
রচনামূলক	মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা কর।
রচনামূলক	বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্ব ও 'শিখা' পত্রিকার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
রচনামূলক	১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নমালা

- ★ বঙ্গভঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা কর।
- ★ বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর।
- ★ 'বঙ্গভঙ্গের সামগ্রিক প্রভাব ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

ধন্যবাদ!

আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

জ্যাক পারভেজ রোজারিও

প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), টঙ্গী সরকারি কলেজ

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/George_Curzon2.jpg

Source: en.wikipedia.org



<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Salimullah.jpg/250px-Salimullah.jpg>

Source: en.wikipedia.org



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/BengalPartition1905_Map.png/1280px-BengalPartition1905_Map.png

Source: commons.wikimedia.org



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Curjon_Hall.jpg

Source: en.wikipedia.org



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/All_India_Muslim_League_Working_Committee_Lahore_1940.jpg/250px-](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/All_India_Muslim_League_Working_Committee_Lahore_1940.jpg/250px-All_India_Muslim_League_Working_Committee_Lahore_1940.jpg)

[All_India_Muslim_League_Working_Committee_Lahore_1940.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/All_India_Muslim_League_Working_Committee_Lahore_1940.jpg/250px-All_India_Muslim_League_Working_Committee_Lahore_1940.jpg)

Source: en.wikipedia.org



<https://i.natgeofe.com/n/92c71ecc-23ee-4287-a144-f6a6a75ef0a8/PAR57042.jpg>

Source: www.nationalgeographic.com

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Ahsan_Manzil-Front_View.jpg

Source: en.wikipedia.org



<https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5a02ed1990badea68d9909d7/1572952854988-DUM5XH715Q7XG9MHUAAB/map.png>

Source: www.neversuchinnocence.com